তারিখ 20 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

সংবাদ

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির তৃতীয় বৈঠক

মাধ্যমিকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয় অন্তর্ভুক্তির চিন্তাভাবনা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি, বিজ্ঞাননির্ভর এবং প্রযুক্তিগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। এ নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা তাদের মতামত পেশ করেছেন। গতকাল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির তৃতীয় বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে বৈঠক সূত্র জানায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন। গতকালের বৈঠকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমানুর রশিদ ও জাতীয় পাঠ্যক্রম বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তাফা কামাল উদ্দিন।

কমিটির তৃতীয় বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বিদেশে অবস্থান করার জন্য বৈঠকে উপস্থিত হতে পারেননি। এছাড়া কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

অন্তর্ভুক্তির : পৃ: ২ ক: ২

অন্তর্ভুক্তির : চিন্তাভাবনা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত কারণে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর মতামত লিখিত আকারে সভায় পাঠিয়ে দেন। কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী শনিবার বিকেলে নায়েমে অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির তৃতীয় বৈঠক প্রসঙ্গে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, বৈঠকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০০০ সালের শিক্ষানীতির আলোকে নতুন কী সংযোজন-বিয়োজন নিয়ে সদস্যরা তাদের মতামত দিয়েছেন। আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যাবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, দেশে প্রচলিত ১১ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে ৩ মে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম বৈঠকে দু'জন নতুন সদস্য সংযুক্ত করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির নতুন সদস্যরা হলেন- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবু আই এম আমিনুর রশিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শহীন কবির। এছাড়া কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে কমিটির কো-চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'শিক্ষানীতি-২০০০'-কে অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকার গত ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাঁদেকা হালিম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ও লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. জরিনা রহমান খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব সিরাজ উদ্দিন আহমদ ও আবু হাফিজ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা প্রফেসর এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান, ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী এবং সদস্য সচিব হিসেবে নায়েমের পরিচালক- প্রশাসন অধ্যাপক শেখ একরামুল কবির।